R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP-214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ,
প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও
SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে পৌষ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ৮ই জানুয়ারী, ২০০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

মহকুমার গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলো কর্মী ও পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে, কিছু বন্ধও হয়ে গেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারী স্বীকৃত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৫৮। এর মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমায় ৪১টি। মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে দেশবন্ধু যতীন দাস মহকুমা গ্রন্থাগার ছাড়া ধুলিয়ান পুর শহরে একটি টাউন লাইব্রেরী আছে। মহকুমার আর একটি উন্নতমানের লাইব্রেরী মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার আজও গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সীমাবদ্ধ। এখানে আপ গ্রেডের কোন গ্রান্ট পাওয়া যায় না। এছাড়া বাকী ৩৮টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৪টির কোন নিজস্ব গৃহ নাই। ভাড়া করা মাটির ঘরে কোন রকমে ধুঁকছে। তাই সেখানে শিশু সদস্য, নবসাক্ষর বা দৈনন্দিন পাঠকক্ষ ব্যবহারকারী সদস্যদের বসার কথা ভাবা যায় না। এ ছাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোতে ২ জন ও মহকুমা বা টাউন লাইব্রেরীতে ৪ জন কর্মী থাকার কথা। সেখানে রঘুনাথগঞ্জে দেশবন্ধু যতীন দাস মহকুমা পাঠাগারে গ্রন্থাগারিক অবসর নেবার পর দীর্ঘদিন সেখানে গ্রন্থাগারিক নেই। এছাড়া মহকুমার ৩৮টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে ফরাক্কা ব্লকের বাগডাবরার বিবেকানন্দ গ্রামীণ পাঠাগার, সুতী-২ ব্লকের সরেশ্বরপুরের বাণী পাঠাগার, সুতী-১ ব্লকের নয়াবাহাদুরপুরের জি, কে স্মৃতি পাঠাগার, জঙ্গিপুরের সরস্বতী লাইব্রেরী ও সাগরদীঘি ব্লকের ফুলশহরী গ্রামের মিলন সংঘ কর্মী ও পরিচালনার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই ও ম্যাগাজিন আলমারি বন্দী থেকে নষ্ট হচ্ছে। বাকী ৩৩টি গ্রন্থাগারে ২ জন করে কর্মী (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ বিল গুণলেও ঘাটতির চাপে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্রামাগার

নিজস্ব সংবাদদাতা : দূরের রোগীদের আত্মীয়স্বজনদের রাত্রিবাস ও শৌচাগারের প্রয়োজনে জেলা পরিষদ থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল চত্বরে একটি বিশ্রামাগার খোলা হয়। এটি নির্মাণে খরচ পড়েছিল ২১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। ২০০১ এর ৩১ জুলাই বিশ্রামাগারটির উদ্বোধন করেছিলেন জেলা সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী। এটি পরিচালনার দায়িত্ব জঙ্গিপুর পুরসভার ওপর থাকবে বলে উদ্বোধনের দিন ঘোষণাও করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে ২০০১ এর আগষ্ট থেকে জঙ্গিপুর পুরসভার অন্তর্ভুক্ত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ২৫,০০০ টাকা বাৎসরিক চুক্তিতে বিশ্রামাগারটি লীজ নেয়। এক সাক্ষাতকারে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সেক্রেটারী শুভাশিস মুখার্জী জানান, 'প্রথম দিকে বিশ্রামাগারটি পরিচালনায় ১,০০০ থেকে ১,৫০০ টাকা মাসিক বেতনে ১০ জন কর্মী নিয়োগ করা হয়। রাত্রিবাসের জন্য ডরমেটরীতে ১০ টাকা চৌকি ভাড়া চালু করা হয়। কারো বিছানাপত্র প্রয়োজন হলে তার জন্য পৃথক পয়সা নিয়ে সংগ্রহ করে দেয়া হতো। বিশ্রামাগারের পাশে একটি চায়ের ষ্টল এবং হোটেলও চালু করা হয়। তবে প্রথম থেকেই চারটি ডরমেটরীর মধ্যে দু' তিনটি বন্ধই থাকতো।' বিশ্রামাগারে লোক না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে শুভাশিস জানান, হাসপাতালের নাইট গার্ডকে হাত করে বেশীর ভাগ রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতাল চত্বরে আউটডোরের পেছনের লনে এমনকি ফাঁকা বেড দখল করে আজও রাত্রিবাস করেন। মহিলারাও আয়াদের খুশি করে ফিমেল ওয়ার্ডের মধ্যে থেকে যান। এর ফলে বিশ্রামাগারে লোক সংখ্যা (শেষ পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গকে কোন দিনই গুজরাট হতে দেবো না—অধীর চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর গ্রামে গত ৫ জানুয়ারী অঞ্চল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসভায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীর চৌধুরী প্রায় ছ' হাজার মানুষের জমায়েতে পশ্চিমবঙ্গকে কোন দিনই গুজরাট হতে দেব না বলে অঙ্গীকার নেন। পুলিশের সহায়তায় সিপিএমের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে জেলায় ১২ ঘন্টার বনধ সফল করার (শেষ পৃষ্ঠায়)

সিপিএমের প্রাক্তন প্রধানের নেতৃত্বে রেকর্ডভুক্ত পুকুর ভরাট কাজ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিঞাপুরে শ্রীকান্তবাটী মৌজার ৪৯৯ দাগের প্রায় তিন বিঘার একটি রেকর্ডভুক্ত পুকুর রাতের অন্ধকারে কয়েকজনের যোগসাজসে বেআইনীভাবে মাটি ফেলে বন্ধ করে দেবার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে বলে খবর। মিঞাপুরের গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগে জানা যায়, পুকুরটির পাড়ে একটি প্রাইমারী স্কুলসহ ৫০/৬০টি পরিবার (শেষ পৃষ্ঠায়)

চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়ের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের ধুলিয়ান রতনপুরের গৃহবধূ আলমআরা বেগম তাঁর স্বামী সামাদ খাঁনের বিরুদ্ধে সামসেরগঞ্জ থানায় চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়ে অভিযোগ আনেন এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব না নিয়ে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে জানান। সামসেরগঞ্জ থানার ওসি বধূ নির্যাতনের অপরাধে সামাদ খাঁনকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেন। তারই প্রেক্ষিতে সামাদ খাঁন (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে পৌষ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

এসো পৌষ যেও না—

বাংলার ছয় ঋতুর সেরা ঋতু বসন্ত। তখন পড়ে গরমের আমেজ। শীতের প্রখরতা কমিয়া আসে, আবার গরমের আভাষ মাত্র গায়ে লাগে। গাছে গাছে ফুটিয়া উঠে ফুল। নব কিশলয় দেখা দেয় শাখি শাখে। শরীর মনে জাগিয়া উঠে আনন্দের শিহরণ। তবুও পৌষ মাসকেই বলা হয় লক্ষ্মী মাস। যদিও এই মাসে শীতের কুহেলীতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের জড়তা যাইতে চাহে না। এই বৎসর শীত আরও জাঁকাইয়া পড়িয়াছে। বিগত বিশ বৎসর এই ধরনের শীত পড়ে নাই বলিয়া আবহাওয়া দপ্তর জানাইতেছে। সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন চারিদিক। সূর্য উঠি উঠি করিয়াও উঠিতেছে না। তবুও এই মাসে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনকে করিয়া তোলে আনন্দ মুখর। বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান। সেই পাকা ফসল কাটিয়া ঘরে আনিবার জন্য চাষীরা বড় আরামে পরিশ্রম করে। মনে আনন্দ নূতন উপার্জনের প্রত্যাশায়। শরীরের ক্লান্তি সহনীয় শীতের শীতলতার স্পর্শে। কৃষকের, গৃহস্থের চোখে ফুটিয়া উঠে সোনার স্বপ্ন। মনে জাগিয়া উঠে খুশীর উন্মাদনা। সে কারণেই স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই আনন্দ উৎসবে, লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া ওঠে। এই মাসেই 'ধান কাটা হয় সারা'। ভারা ভারা ধান গো শকটে বোঝাই হইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসে। বাতাসে ভাসে ধানের গন্ধ। অপরদিকে তরিতরকারীর ক্ষেতেও অপর্যাপ্ত ফসলের সমারোহ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মুলো, পালং প্রভৃতি বিবিধ শাকের আমদানী হাটে বাজারে। সব্জী মূল্য হয় নিম্নমুখী। সকল প্রকার মশলার দামও এই মাসেই কম থাকে। নূতন ধানের নূতন চাউল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাষীর ঘরে অপর্যাপ্ত ফসল, তরিতরকারী, সব্জীর বিনিময়ে আসে অর্থ। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের ঘরে। সেই আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্যই গ্রামের শহরের যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষেরা এই সময়ে চিত্তবিনোদনের মানসে বনভোজনের আয়োজন করে। এই সময়েই সূর্যের কিরণেও আসে সুখের স্পর্শ, স্নিগ্ধতা যাহা শরীর ও মনে জাগায় পরম তৃপ্তি। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া হয় পিঠেপুলি, পায়েস প্রভৃতি রুচিকর ভোজনের আয়োজন। সেই কারণেই পৌষকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী হৃদয় মাতিয়া উঠিয়া বলে—'এসো পৌষ যেও না।' পৌষ বরণ বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন প্রথা। এই বৎসরও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশ্য বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর দর একটু ঊর্ধ্বে রহিয়াছে। নূতন চাল নয় দশ টাকা কেজি। সরিষার তৈল আটচল্লিশ/ঊনপঞ্চাশ পৌঁছিয়াছে। তরিতরকারীর দামও বেশ উঁচুতে। ফুলকপি চারে আসিয়া আর নামিতেছে না। বেগুন ছয়ের নীচে আসিবার সম্ভাবনা কম। শাকের, মূলার দাম চার টাকার নীচে নামিতেছে না। তবুও বৎসরের অন্যান্য মাসের মত তরকারীর দর নাই। সারা বৎসরে বেগুন ছিল নয় দশ, আলু চার পাঁচ। এখন কিন্তু নতুন আলুর দাম চারে নামিয়াছে। পৌষ শেষ হইতেছে। সুখের এই মাসটিকে বিদায় দিতে মানুষ বড়ই ব্যথিত। শীতের প্রচন্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত দরিদ্র মানুষও আহারের সুখের জন্যই এই মাসকে বিদায় দিতে চাহিতেছে না। তাই সংক্রান্তি উৎসবে পৌষের শেষ দিনে লক্ষ্মী মাসকে আবাহন করিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে সকল বাঙালী কহিবে—'এসো পৌষ যেও না।'

নলিনীকান্ত সরকার ও তাঁর কাঞ্চনতলার কাপ

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাপের খেলায় ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা দলের মধ্যেও যেমন জানপদবাসী দর্শক মনেও তা নিয়ে সমান উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ। তাদের ভাষায় সে খেলা ছিল : 'ভিড়্যা ভিড়ি হোলছে য্যানে ষাঁহাড়ে ষাঁহাড়ে।' (য্যানে=যেন ; ষাঁহাড়ে ষাঁহাড়ে=ষাঁড়ে ষাঁড়ে) গ্রাম্য সুন্দর একটা উপমা দিয়ে গোলপোস্টের নেটে বল ঢুকে গোল হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা। সেখানের মানুষের মনের এবং মুখের ভাষায় ফুটে উঠেছে : 'বলটা দুটা খুঁটার ভিতরে সাঁধিয়া সারলে কাম / জালের মধ্যে পড়লো য্যানে ঠুঁসির মধ্যে আম।' (খুঁট্যা=খুঁটি ; সাঁধিয়া=ঢুকে যাওয়া ; ঠুঁসি=জাল লাগানো আঁকশি যা দিয়ে আম বা অন্য ফল নামানো যায়)। তাদের মনের কত সহজ অনুভূতি এ সব উপমার মধ্যে প্রকাশিত। খেলার যেদিন ফ্যাইন্যাল হবে তা নিয়েও অনেক অনভিজ্ঞ অজ্ঞ মানুষের মনে জিজ্ঞাসা। গ্রামের লেখাপড়া জানা মোড়ল মাতব্বরদের নিকট থেকে তা জানতে তাদের সমান আগ্রহ। গ্রামের মোড়ল বিশ্বাসজী তাদের পাখিপড়া করে বুঝিয়ে দেয় এই বলে : 'সে ফেন্যাল লয় যে ফেন্যালে গরুর পোকা মারি / শ্যাষকার খেলুকে ফেন্যাল কহে ফুডবল খেলুয়ারী।' (ফেন্যাল=ফিনাইল ঔষধ ; শ্যাষকার=শেষবেলার ; ফেন্যাল=ফাইনাল অর্থাৎ শেষ খেলা ; খেলুয়ারী=খেলোয়ার) এ খেলা দেখে দর্শকেরা যেমন অভিভূত তেমনি নূতন অনেক কিছু শেখার জন্য উল্লসিত। তারই প্রতিভাস ছড়ার কয়েকটি ছত্রে : 'কাঞ্চনতলার জেল্লা আর কলকাত্তাই পল্টন, / ফেন্যালের খেলে শিখনু লয়্যা নয়্যা বোল। / সালিশকে র‍্যাফারী কহে, আর চাঁদকে কহে গোল। / চাঁদি-রূপার বাসুন অ্যাকটা কাপ কহছে অ্যাকে / খেল জিতলে তিন মাসের লেগ্যা বকশিশ দিবে তাকে। (শিখনু=শিখলাম ; লয়্যা=নূতন (লয়া) ; র‍্যাফারী=রেফারী ; চাঁদ=গোল ; বাসুন=বাসন এখানে কাপ ; অ্যাকটা=একটা ; অ্যাকে=একে ; লেগ্যা=লেগে।) এই খেলায় অংশ নেয় ছোট বড় (A team, B team) মিলে ১৭টি দল। তারা এসেছে নিমতিত্যা (নিমতিতা), ধুল্যান (ধুলিয়ান), কিষ্টপুর (কৃষ্ণপুর) ; লয়্যানসুখ (নয়নসুখ) ; মালদহের মোথরাপুর (মথুরাপুর), কাঞ্চনতলা, বীরভূমের শিহুড়ি (সিউড়ি) ; হাটরামপুর্যা (রামপুরহাট), সাঁওতাল মুল্লুক হ'তে এস্যাছিল পোকোড়্যারা অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণা হতে এসেছিল পাকুড়ের খেলোয়ারেরা।

কাঞ্চনতলার কাপের ফাইন্যাল খেলা। আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না সেদিনের দু পক্ষের খেলোয়ার এবং সমবেত দর্শকদের মনের কী অবস্থা। মনের পারদে উথাল পাথাল। হারজিৎ নিয়ে রুদ্ধশ্বাস। ঐ অঞ্চলে মেলা উপলক্ষে 'মোনাকষার বোনা কানা'র আলকাপ শোনার জন্য যেমন জনসমাগম হয়, বোধ হয় সেরকমই ঘটনা। তাইতো কারো কারো মুখে প্রশ্ন : 'মোনাকষার বোনা কানা' এস্যাছে কি ম্যালায় ?' খেলা তো নয়—সে যেন 'মুর্গা-লড়ায়ের ঠিকিন লেগ্যা গেল পাল্লা।' মাঠ পিচ্ছিল থাকায় পা রাখা দায়। দর্শকদের ভাষায় : 'বোরষুনে মাঠ পিহল্যা হোয়্যা বাঢ়ালে জঞ্জাল, / অ্যাক্ অ্যাক্ খেরু পড়ছে য্যানে ভাদোরমাস্যা তাল।' ফাইন্যাল খেলা ছিল কাঞ্চনতলার সঙ্গে পাকুড়ের। টান টান উত্তেজনা নিশ্চয় ছিল সেদিন খেলার মাঠ জুড়ে। সবারই জিজ্ঞাসা (৩য় পৃষ্ঠায়)

আইনী পরিষেবা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা নাগাদ ধুলিয়ান নূতন ডাকবাংলোয় মনিহার সিনেমা হাউসে আইনি পরিষেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা আইনি পরিষেবা সমিতির সভাপতি ও জঙ্গিপুর আদালতের সাব জজ ডঃ শ্যামল গুপ্ত, জঙ্গিপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ মানস পাল, সামসেরগঞ্জের বিডিও সুশীল প্রামাণিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী বাণী সিংহ, সামসেরগঞ্জ থানার চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয় কমিটির সদস্য, ধুলিয়ানের বহু ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। ডঃ শ্যামল গুপ্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কোন্ কোন্ বিষয়ে লোক আদালতের মাধ্যমে বিচার পাওয়া যাবে তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—সমস্ত প্রকার দেওয়ানী মামলার মীমাংসা দেওয়ানী আদালতে করা যাবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে খুন, ধর্ষণ ছাড়া প্রায় সব মামলাই লোক আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করা যেতে পারে। শ্যামলবাবু শ্রোতাদের কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন, জানালে উপস্থিত বহু শ্রোতা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন। সহকারী জেলা জজ মানস পাল অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্ন শোনেন ও সহজভাবে তার উত্তর দেন। লোক আদালতে কিভাবে আবেদন করতে হবে তারও বিবরণ দেন।

ছোটদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নেহেরু যুবকেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ ও জাগরণী সংঘের যৌথ উদ্যোগে গত ২৮ ও ৩০ ডিসেম্বর বিভিন্ন বিভাগে যুব ও ছোটদের নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় যথাক্রমে সম্মতিনগর বাজারে ও রঘুনাথগঞ্জ দাদাঠাকুর মুক্তমঞ্চে। আবৃত্তি, ত্বিতক বা তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় তেমন ভিড় না থাকলেও পোষ্টার ও বসে আঁকায় লক্ষণীয় ভিড় ছিল। মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

কাঞ্চনতলার কাপ (২য় পৃষ্ঠার পর)

—বাজি মাৎ করে কে ? অবশেষে বেজে উঠলো খেলা ভাঙার বাঁশি। অবসান হলো উদ্বেগের। নিশ্চিত হয়ে গেল জয়পরাজয়। রসিক লেখক নলিনীকান্তের কথাতেই সেদিনের খেলায় ইতি টানি :

কাঞ্চনতলা জিত্‌লে বাজি বাহাল থাকলো গোঁ,
তিনট্যা গোল খেয়্যা পাকোড় কোরলে দেলা বোঁ।
সতেরোটা দল হয়রান হোলো, আরে বাপরে বাপ,
কাঞ্চনতলায় রোহ্যা গ্যালো 'কাঞ্চনতলার কাপ।'

'কাঞ্চনতলার কাপ' সেদিনের মত আজও প্রবাদ প্রতিম নাম। এ যেন ভাষাচিত্র। হাস্য রসাত্মক রস নির্ঝর। আঞ্চলিক ভাষা-ভাষীদের কথ্য ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণের কণ্ঠস্বর এবং কৌতুক-বহু স্বরলিপি। এই পুস্তিকার ৪র্থ সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৩৬৭ সালে। প্রথম প্রকাশ করেন রসিকতার মূর্ত বিগ্রহ দাদাঠাকুর। তাঁর 'কলকাতার ভুল' স্মরণীয় জনপ্রিয় গান, শহর কলকাতায় ছিল সাড়া জাগানিয়া। লিখেছিলেন দাদাঠাকুর, সুরারোপ করে গেয়েছিলেন নলিনীকান্ত। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেড়েছিল গানের রচয়িতা এবং গানের গায়ক দুজনেই। দুজনেই ছিলেন রসের ভান্ডারী। রসের জীবন্ত প্রপাত। কথায় আর সুরে তাদের উৎসার। দাদাঠাকুর এবং নলিনীকান্ত হাস্যরসের জগতে যুগলবন্দী দুই ব্যক্তিত্ব। দুজনের মধ্যে ছিল অভূতপূর্ব মিল এবং মিলন। পৃথিবীতে আসার দিনটিও ছিল এক। মাসের তেরো তারিখ। দাদাঠাকুর এসেছিলেন খর বৈশাখের তেরোই আর নলিনীকান্ত আসেন স্নিগ্ধ শরতের তেরো তারিখে।

* তথ্যঋণ ঃ—আসা যাওয়ার মাঝখানে ঃ নলিনীকান্ত সরকার ; দাদাঠাকুর ঃ নলিনীকান্ত সরকার, পরিহাসপ্রিয় নলিনীকান্ত সরকার —শতদল গোস্বামী। দেশ পত্রিকা, কাঞ্চনতলার কাপ=পুস্তিকা।

ফরাক্কায় শারীরিক প্রতিবন্ধীরা উপহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২১ থেকে ২৩ ডিসেম্বর মেলা হয়ে গেল ফরাক্কার পুরাণ নগরীতে। মেলার আয়োজন করে উদিতা মহিলা ক্লাব এবং মেলার উদ্বোধন করেন পূর্ব রেলওয়ের মালদা শাখার ডিভিসোন্যাল ম্যানেজার ভি. কে. মাঙ্গলিক। এ উপলক্ষে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ১৬ জনকে ট্রাই সাইকেল এবং ৩ জনকে ক্র্যাচ দেয়া হয়। এন. টি. পি. সির কয়লা সংগ্রহ কেন্দ্র সাহেবগঞ্জ ও ঝাড়খন্ডের গোড্ডা জেলার সন্নিহিত পল্লী থেকে প্রতিবন্ধীদের নির্বাচন করা হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার এস. বি. আগরওয়াল এবং জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাত খান প্রতিবন্ধীদের হাতে এগুলি তুলে দেন। অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার পি. কে. আগরওয়াল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদিতা মহিলা ক্লাব প্রতি বছর এই আনন্দ মেলার আয়োজন করে। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, চক্ষু অপারেশন শিবির, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্তদের সাহায্যদানের মত জন-হিতকর কাজ করে আসছে এই মহিলা ক্লাব। মহিলা ক্লাবের সভানেত্রী শ্রীমতী অনীতা আগরওয়াল এবং সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী হারাণী ব্রহ্ম মেলায় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত স্টল এবং মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরিয়ে দেখান শ্রীমাঙ্গলিক এবং শ্রীমতী মাঙ্গলিককে। স্থানীয় জনগণের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নে মহিলা ক্লাবের এই মহতী প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেন শ্রীমাঙ্গলিক।

বিজ্ঞপ্তি

বরাবর ঃ শ্যামলকুমার সিংহ, পিতা—সুনীলকুমার সিংহ, জাতি-হিন্দু, পেশা জোতজমাদি, সাং—রাজমহল, মহাজনটুলী, পোঃ—রাজমহল, থানা—রাজমহল, জেলা—সাহেবগঞ্জ, ঝাড়খন্ড। মহাশয়, আমরা শ্রীসঞ্জীবকুমার সিংহ ওরফে মিঠু এবং সুজিত-কুমার সিংহ ওরফে রাজ উভয়ের পিতা সুনীলকুমার সিংহ সাং—রাজমহল, মহাজনটুলী, পোঃ ও থানা—রাজমহল, জেলা—সাহেব-গঞ্জ, ঝাড়খন্ড, আপনাকে জ্ঞাত করাইতেছি যে আমরা আপনাকে গত ইং ১৩/১০/১৯৯২ তারিখে জঙ্গিপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসের IV 47 নম্বর আমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়াছিলাম এবং উক্ত দলিল মূলে আমরা আমাদের পক্ষে আপনাকে যে কার্য করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলাম তাহা আপনার সহিত মতান্তর হওয়ায় আমরা উক্ত আমোক্তারনামা দলিল গত ইং ২/১/২০০৩ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত আমোক্তারনামা রহিত করণ দলিল করিয়া দিয়া তাহা রহিত করিয়াছি। অতএব আপনি আর ১৯৯২ সালের IV 47 নম্বর আমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদের পক্ষে কোন কার্য করিবেন না। যদি আপনি গত ইং ২/১/২০০৩ তারিখের উক্ত আমোক্তারনামা রদ ও রহিত করণে পরবর্তীতে আমাদের পক্ষে আমোক্তার হিসাবে কোন কার্য করেন তাহা সম্পূর্ণ অন্যায় বেআইনী অসিদ্ধ ও অকার্যকরী বলিয়া পরিগণিত হইবে। এবং আমরা তদ দ্বারা আইনত বাধ্য হইব না। প্রকাশ থাকে যে আমরা আমাদের পক্ষ হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সব সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা দেখাশুনা করিবার ও বিক্রয়াদি করিবার যাবতীয় ক্ষমতা আমাদের বড়মামা ত্রিভুবনেশ্বর রায় পিতা মৃত তারাপদ রায় মহাশয়কে ২০০৩ সালে IV 4 নম্বর জেনারেল পাওয়ার অফ্ এ্যাটর্নি মূলে অধিকার দিয়াছি এবং তিনি তৎকাল হইতে আমাদের পক্ষে উক্ত সম্পত্তিয়াদির উপযুক্ত তত্ত্বধান করিতেছেন। আপনার অবগতির জন্য এই নোটীশ প্রদত্ত হইল। এই নোটীশের এক খন্ড অবিকল নকল আমাদের নিকট রহিল।

ভবদীয়—

তাং
ইং-৬/১/২০০৩

সঞ্জীবকুমার সিংহ ওরফে মিঠু
সুজিতকুমার সিংহ ওরফে রাজ

MURSHIDABAD COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Banjetia, P. O. Cossimbazar Raj
Dt. Murshidabad, Pin-742102

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from the bonafide, reliable, resourceful and reputed manufacturers/ contractors/suppliers for supply of Steel Windows with glass panes and wooden frame for Doors and Wooden Doors of specified size and other allied items for construction of 4th floor of College Building.

The Tenders should quote the rate against the items in the Tender both in figures/words clearly. Tender Schedule can be had from the office at Banjetia on all working days on payment of Rs. 100-00 in cash.

Tender should accompany S. T./I. T. Clearance Certificate and Earnest Money deposit of Rs. 500-00 (Rupees five hundred) only by Demand Draft in favour of "Murshidabad College of Engineering & Technology." Tender for both Steel Item/Wood Item should be submitted separately in a Sealed Cover superscribed as "Tender for Steel Windows/another Tender for Wooden Doors/Frames" to the Principal-in-charge, Murshidabad College of Engineering & Technology, Banjetia, P. O. Cossimbazar Raj, Dist. Murshidabad.

Last date of submission of Tender—15. 01. 2003 upto 2.00 P. M.

Opening of Tender—15. 01. 2003 at 3.00 P. M.

The undersigned reserves the right to accept/ reject any Tender or part thereof without assigning any reason thereof.

Sd/—
Principal-in-charge,
Murshidabad College of Engineering & Technology, Berhampore.

Memo No. 4 EN/4/1-4/2003 Date. 3. 1. 2003

আশ্রয়ের বিরুদ্ধে মামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়ের অন্যতম কর্ণধার সামসেরগঞ্জ থানার ওসির বিরুদ্ধে গত ২ জানুয়ারী '০৩ জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আদালত ওসির এই ধরনের কার্যকলাপ বেআইনী বলে ঘোষণা করেন এবং ওসিকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকতে নির্দেশ দেন। সামাদ খাঁনের পক্ষে আইনজীবী সাদেমান আলি মামলা পরিচালনা করেন।

বন্ধও হয়ে গেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকার সরকারী নিয়ম থাকলেও ১৮টি গ্রন্থাগার ১ জন কর্মী দিয়েই দীর্ঘদিন ধরে চলছে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে অবসর বিনোদন কেন্দ্র থেকে শিক্ষা চর্চার বিশেষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে মন্ত্রী নিয়োগ করে পৃথক দপ্তর চালু করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন চলে গেলেও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোর প্রচার বা পরিকাঠামোর বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মহকুমা শাখার সম্পাদক আশিসতরু ঘোষ এক সাক্ষাতকারে জানান, গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজেদের দাবী দাওয়া বাদেও গ্রন্থাগারের সদস্য বৃদ্ধি, পাঠকদের স্বাচ্ছন্দ্যে গৃহ বা পরিকাঠামোর উন্নতি নিয়েও আন্দোলন করে চলেছেন। তিনি আরো জানান, গ্রন্থাগারগুলোর নানা উন্নয়নের দাবী নিয়ে প্রতিটি ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে গত নভেম্বর '০২-এ তারা ডেপুটেশনও দিয়েছেন।

রেকর্ডভুক্ত পুকুর ভরাট কাজ চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বসবাস করেন। দৈনন্দিন গৃহ কাজে বা তাদের গবাদি পশু পুকুরের জল পান করে জীবনধারণ করে। তারা আরো জানান— এই ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সিপিএম প্রধান প্রণব পাল (স্বপন)। এর সঙ্গে আছেন সুশান্ত মাঝি, উত্তম মাঝি ও মহাদেব মাঝি। এই বেআইনী কাজ বন্ধে গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী ও মৎস্য মন্ত্রীকে ফ্যাক্স পাঠিয়েছেন। এছাড়া জেলা শাসক, জেলা মৎস্য আধিকারিক, জেলা ভূমি ও রাজস্ব আধিকারিক, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এবং রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত আবেদনও পাঠিয়েছেন।

গুজরাট হতে দেবো না—অধীর চৌধুরী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য তিনি মহকুমাবাসীকে সাধুবাদ জানান। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় প্রতিটি ব্লকে পঞ্চায়েত আসনে প্রার্থী দেয়া এবং কোন দলের সঙ্গে সমঝোতা না করার কথাও অধীর ঘোষণা করেন। সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কর্মীদের কাজ করার আহ্বান জানান। ফারাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলার প্রতিটি আসনে বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি লড়াই এর কথা জানান। প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাবও আগামী পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অধীর চৌধুরীর কাছে মির্জাপুর গ্রামের প্রধান রাস্তা সংস্কারে পঞ্চায়েতের দীর্ঘ টালবাহানার অভিযোগ আনেন মির্জাপুর অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির পক্ষে অজয় চ্যাটার্জী।

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্রামাগার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিনের দিন কমতে থাকে। এ ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এমনকি মহকুমা শাসককে বার বার জানিয়েও এর কোন বিহিত হয়নি। বিশ্রামাগারটি জেলা পরিষদের কাছ থেকে ২৫,০০০ টাকায় লীজ নিয়ে আজ ৩২,০০০ টাকা ঘাটতিতে চলছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে কর্মী সংখ্যা অর্ধেক করা হয়েছে। গত দুর্গা পুজোর পর থেকে হোটেলটিও বন্ধ আছে। বিশ্রামাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের অক্ষমতার কথা জেলা পরিষদকে জানিয়েও দিয়েছি। অন্যদিকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বিশ্রামাগারটি উদ্বোধনের দিন থেকেই হাসপাতালের লাইন থেকে ওখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। জল, আলো, পাখায় মাসে আনুমানিক ৫,০০০ টাকার বিদ্যুৎ খরচ হয় বলে হাসপাতাল কর্মীদের ধারণা। দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও ওখানে কোন মিটারও বসানো হয়নি। এ নিয়ে সি এম ও এইচ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, হেলথ প্রোজেক্টের ইঞ্জিনীয়ারকে বার বার জানিয়েও এর কোন উত্তর পায়নি।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।